যেমন আছেন কেরানীগঞ্জবাসী

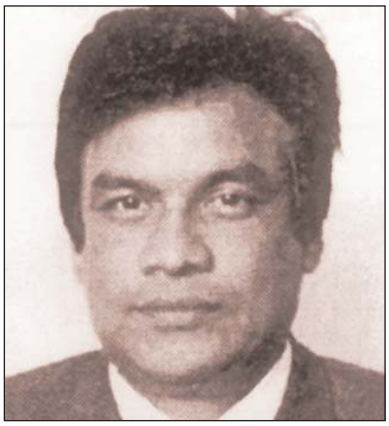

আমান উল্লাহ আমান এমপি

রিপোর্ট **খোন্দকার তাজউদ্দিন**

ডেটলাইন ২৫ মার্চ, ২০০৫। কেরানীগঞ্জের তারানগর ইউনিয়নের বড় আর্টি ভাওয়াল গ্রাম। জনসমাগম আর ছোটাছুটির কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, 'আজ কেরানীগঞ্জ থানা কৃষকদলের সম্মেলন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমান ভাই আসবেন।' বোঝা গেল কেরানীগঞ্জে আমানউল্লাহ আমান বেশ জনপ্রিয়। কেরানীগঞ্জের আরেক জনপ্রিয় নেতা মোস্তফা মহসিন মন্টুর গ্রামের বাড়ি পার হয়ে চৌরাস্তার কাছাকাছি আসতেই বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল আমানউল্লাহ আমানের গাড়ি। গাড়ি থামিয়ে সাবেক ডাকসু ভিপি, বর্তমান সরকারের প্রভাবশালী প্রতিমন্ত্রী আমান নেমে এসে কুশল বিনিময় করলেন। এই রাজনৈতিক শিষ্টাচার প্রশংসনীয় হলেও একই সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, এটা আধুনিক রাজনীতির নতুন কোনো কৌশল নয়তো?

ক্ষমতাসীন দল বিএনপি'র প্রায় সব নেতা-কর্মী আমানউল্লাহ আমানকে কেরানীগঞ্জের কিংবদন্তি পুরুষ ও উন্নয়নের রূপকার মনে করেন। সাধারণ মানুষের ভেতরেও আমান। সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা কম নেই। ষাট বছর বয়স্ক বৃদ্ধা হাজেরা বিবি বললেন, 'কেরানীগঞ্জের যা কিছু হয়েছে তার সবকিছুর মূলে রয়েছে মন্ত্রী আমানের অবদান।' রোহিতপুরের কৃষক মফিজউদ্দিন বললেন, 'আমান কেরানীগঞ্জের জন্য যথেষ্ট করেছেন। এখন তার সন্ত্রাসী বাহিনীর চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, টেন্ডারবাজির কারণে দুর্নাম হচ্ছে।' কেরানীগঞ্জের হযরতপুর ইউনিয়ন, রোহিতপুর, কালিন্দি, শাকতা, তারানগর, কোন্ডা, আগানগর, শুভাড্যা ইউনিয়ন ঘুরে দেখা গেছে প্রায় সর্বত্র প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমানের উন্নয়নের কার্যক্রম। একই সঙ্গে এসব জায়গায় দেখা গেছে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নিষ্ক্রিয়তা। এই নিষ্ক্রিয়তার কারণ খুঁজতে গিয়েই বেরিয়ে এসেছে কেরানীগঞ্জের একটি ভিন্ন চিত্র। গোটা কেরানীগঞ্জে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা প্রায়

বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালানো হচ্ছে- নসরুল হামিদ বিপু

আহ্বায়ক, কেরানীগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগ

সাপ্তাহিক ২০০০ : কেরানীগঞ্জের সার্বিক পরিস্থিতি এখন কেমন?

নসরুল হামিদ বিপু : কেরানীগঞ্জ সার্বিক অর্থে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে আছে। সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে গোটা কেরানীগঞ্জ। বিরোধী দলের কোনো কর্মতৎপরতা চালানোর সুযোগ নেই। সরকারদলীয় সন্ত্রাসী বাহিনী এবং থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমানের অতি উৎসাহী ভূমিকা বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের এলাকাছাড়া করেছে।

২০০০ : কে বা কারা এই সন্ত্রাসে নেতৃত্ব দিচ্ছে?

নসরুল হামিদ বিপু : বিরোধী দল নিশ্চিহ্ন করার অগ্রভাগে মূল নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান। তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্দেশে সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের এলাকা ছাড়া করেছে। মিথ্যা এবং হয়রানিমূলক মামলা দিয়ে, নির্মম নির্যাতন চালিয়ে, এবং চাঁদাবাজি করিয়ে অধিকাংশ নেতা-কর্মী আজ ঘরছাড়া। সারা বাংলাদেশের মধ্যে কেরানীগঞ্জে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের নামে মিথ্যা হয়রানিমূলক মামলার সংখ্যা বেশি। আর এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় সাংসদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। আর তাকে সব কাজে সহযোগিতা করেন ওসি মোস্তাফিজুর রহমান।

২০০০ : সাংবাদিক সম্মেলন করলেন কেন?

নসরুল হামিদ বিপু : কেরানীগঞ্জের সরকারি দলের নির্মম নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র জাতির সামনে তুলে ধরার জন্যই সাংবাদিক সম্মেলন করেছি। এ সম্মেলনের মাধ্যম জাতি জেনেছে কিভাবে কেরানীগঞ্জে বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে প্রশাসনকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে সরকারি দল। তাদের কথামতো বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের হয়রানি করছে। আমরা প্রশাসনের কাছ থেকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ কোনো বিচার পায়নি।

২০০০ : বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের হয়রানির কি রাজনৈতিক, না অন্য কিছু?

নসরুল হামিদ বিপু : কেরানীগঞ্জে বিরোধী দলকে হয়রানি করা হচ্ছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এ নির্যাতন চালানো হচ্ছে। সরকারি দল এখানে 'পোড়ামাটি' নীতি অনুসরণ করেছে যাতে বিরোধী দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

২০০০ : রাজনৈতিক হয়রানি, হামলা, মামলা আওয়ামী লীগের সময়ও হয়েছে। আগামীতে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে আপনারা কি রাজনৈতিক হয়রানির বিষয়টি অব্যাহত রাখবেন?

নসরুল হামিদ বিপু : আমি রাজনৈতিক হয়রানির রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। কোনো সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ আমার প্রশ্রয় পায় না।

সবাই ঘরছাড়া। সব কিছু সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে।

পুলিশি নির্যাতন বাড়ছে

'বিএনপি'র সন্ত্রাসীদের ভয়ে এখানে কেউ আওয়ামী লীগের কথা বলতে পারে না। কেউ আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বললে থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান নিজে মিথ্যা মামলায় ধরে নিয়ে যায়।' রাস্তার এক স্কুলছাত্রের মুখ থেকে এ বর্ণনা শোনার পর বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। অনুসন্ধানে জানা গেল, পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতার পুত্র। কেরানীগঞ্জ থানা মহিলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শিলারা ইসলাম জানালেন, 'কেরানীগঞ্জে সরকারি দল বিএনপি যত না অত্যাচার করছে, তারচেয়ে অনেক বেশি করছে থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বললেন, গত ২৩ এপ্রিল রোহিতপুর ইউনিয়ন শাখা গঠনের উদ্দেশ্যে কেরানীগঞ্জ থানা মহিলা আওয়ামী লীগ রোহিতপুর বাজারে এক মহিলা সমাবেশের আয়োজন করে। এ সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিপুলসংখ্যক মহিলার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য সরকারদলীয় এমপি ক্ষুব্ধ হয়ে এক মহিলাকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। অথচ মামলা দায়ের করার আগেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ক্ষেত্রে কেরানীগঞ্জ থানার ওসি অতি উৎসাহী ভূমিকা পালন করে। পরে মামলার বাদী এফিডেভিটের মাধ্যমে এ সাজানো নাটকের ঘটনা ফাঁস করে দিলে বিজ্ঞ আদালত আমার জামিন মঞ্জুর করেন। বর্তমানে বিএনপি সন্ত্রাসীরা বাদীকে এলাকাছাড়া করেছে।

একই রকম অভিযোগ করলেন, কেরানীগঞ্জ থানা মহিলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক জাহানারা বেগম, 'ওসি মোস্তাফিজুর রহমানের নির্দেশে আমার নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। জামিন নেয়ার পরও আমাকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে।'

রাজেন্দ্রপুর বাজারে গিয়ে দেখা গেছে, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. নূরুল মোহাম্মদ মার্কেট বিএনপি সন্ত্রাসীদের দখলে। সন্ত্রাসীরা প্রায় ১৮ মাস ৪০ হাজার টাকা করে ভাড়া আদায় করেছে। তাদের ইটের ভাটাও দখল করে নিয়েছিল। ডা. নূরুল মোহাম্মদের পুত্র ও থানা আওয়ামী লীগ আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শাহীনের নামে পাঁচটি মিথ্যা মামলা, তার বড় ভাই ফারুক আহমেদের বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা রয়েছে।

তারানগর ইউনিয়নে দেখা হয় ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হাজী আবু সিদ্দিকের সঙ্গে। তিনি জানালেন, 'আমানউল্লাহ আমানের উপস্থিতিতে খোলামোড়া ঘাটে লঞ্চডুবির ঘটনায় উত্তেজিত জনতা একটি লঞ্চ পুড়িয়ে দেয়। অথচ আমাকে মন্ত্রী আমানের নির্দেশে হাস্যকরভাবে জড়ানো হয়। পুলিশ আমার বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে ও বাড়ি সংলগ্ন মার্কেটের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।'

কেরানীগঞ্জের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হাজি মাহবুবুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকেই আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন নেমে আসে। বিভিন্ন সময়ে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার ও হয়রানি করা হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ সর্দার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজি আতাউর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ নেতা হাজি মজিবুর রহমান, থানা যুবলীগ নেতা বিল্লাল হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা সিরাজউদ্দিন, আওয়ামী লীগ নেতা ড. জয়নাল আবেদীন,

'কেরানীগঞ্জবাসী ভালো নেই'

মোস্তফা মহসিন মন্টু
সাবেক সংসদ সদস্য

২০০০ : কেরানীগঞ্জবাসী এখন কেমন আছে?

মোস্তফা মহসিন মন্টু : কেরানীগঞ্জের সার্বিক অবস্থা এখন ভালো নয়। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা নানা রকম হয়রানির শিকার হচ্ছে। থানার ওসি বিরোধী দলের কর্মীদের ইচ্ছাপ্রণোদিতভাবে হয়রানি করছে।

২০০০ : বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলা ও হয়রানির জন্য সরকারি দল কোনো প্রভাব বিস্তার করছে কি না?

মোস্তফা মহসিন মন্টু : বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের হয়রানি ও মিথ্যামামলা দায়ের করার ব্যাপারে সরকারি দল প্রভাব বিস্তার করে। সরকারি দলের ইচ্ছা পূরণ করার জন্যই পুলিশ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের হয়রানি করছে।

২০০০ : সরকারি দলের নির্মম নির্যাতন মিথ্যা মামলা ও হয়রানির বাস্তব চিত্র তুলে ধরে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে গত ১৭ মে সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

মোস্তাফা মহসিন মন্টু : আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা মিথ্যা মামলা ও হয়রানির শিকার হয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। কেরানীগঞ্জ থানা পুলিশের ওসি মোস্তাফিজুর রহমানের বিতর্কিত ভূমিকার কারণেই এ ঘটনা ঘটেছে।

২০০০ : আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন কি?

মোস্তফা মহসিন মন্টু : প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মীর ইচ্ছা থাকে নির্বাচন করার। এ দেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তির একজন কর্মী হিসেবে আমারও ইচ্ছা আছে।

২০০০ : আপনি তো এখন আওয়ামী লীগে নেই। তাহলে কোন প্লাটফর্ম থেকে নির্বাচন করবেন?

মোস্তফা মহসিন মন্টু : রাজনৈতিকভাবে আমি এখন গণফোরামের সঙ্গে আছি। গণফোরাম স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি। স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তির প্লাটফর্ম থেকে নির্বাচন করব।

২০০০ : আগামী নির্বাচনের জন্য আপনার প্রস্তুতি কেমন?

মোস্তফা মহসিন মন্টু : আমি কেরানীগঞ্জের মাটি ও মানুষের রাজনীতি করি। কেরানীগঞ্জবাসী জবাব দেবে আমার প্রস্তুতি কেমন।

কেরানীগঞ্জের হযরতপুর ইউনিয়ন, রোহিতপুর, কালিন্দি, শাকতা, তারানগর, কোন্ডা, আগানগর, শুভাড্যা ইউনিয়ন ঘুরে দেখা গেছে প্রায় সর্বত্র প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমানের উন্নয়নের কার্যক্রম। একই সঙ্গে এসব জায়গায় দেখা গেছে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নিষ্ক্রিয়তা। এই নিষ্ক্রিয়তার কারণ খুঁজতে গিয়েই বেরিয়ে এসেছে কেরানীগঞ্জের একটি ভিন্ন চিত্র। গোটা কেরানীগঞ্জে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা প্রায় সবাই ঘরছাড়া। সব কিছু সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে

মাহবুবুর রহমানসহ ছাত্রলীগ, যুবলীগের নেতা-কর্মীদের।

মাদক ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য

কেরানীগঞ্জ এখন অবৈধ অস্ত্র ও মাদক ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মাদকের মূল চালান আসে আমিনবাজার ঘাট থেকে ট্রলার দিয়ে। খোলামোড়া ঘাট ও আঁটিবাজার দিয়ে সারা কেরানীগঞ্জে মাদক ছড়িয়ে পড়ে। এখানে মাদকের মূল দালাল ইউনুস আলী। সে বর্তমানে জেলে।

কেরানীগঞ্জ থানার ওসি বিরোধী দলকে নিষ্ক্রিয় করতে যতোটা সফল হয়েছে, ঠিক ততটাই ব্যর্থ হয়েছে চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি বন্ধ করতে। শীর্ষ সন্ত্রাসী হাজি রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ মনির কেরানীগঞ্জে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছে। তার নেতৃত্বে হত্যা করা হয় প্রতিদ্বন্দ্বী যুবদল নেতা শাকিল বাহিনীর প্রধান শাকিল ও সেন্টুকে। অথচ এ ঘটনায় আসামি করা হয় বিরোধী দলের লোকদের।

হযরতপুর থেকে কোন্ডা পর্যন্ত উত্তোলন করা হচ্ছে বুড়িগঙ্গার বালু। বালু উত্তোলনের ফলে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বছিলা গ্রাম। অভিযোগ রয়েছে, বালু সিন্ডিকেট এবং ঠিকাদার সিন্ডিকেটের প্রধান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে থানা যুবদল সভাপতি জিয়াউদ্দিন পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক আজাদ, সাংসদ নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুর ছোট ভাই আসাদুজ্জামান রিন্টু ও রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ মনির, রেজাউল করিম পল, হাজি মাসুম, মোজাম্মেল, ইসমাইল প্রমুখ। থানার সর্বত্র তাদের আধিপত্য। এদের মদদেই শুভাড্যা ইউনিয়নের চুনকুটিয়া মাদক ব্যবসায়ী এবং সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। এখানে পুলিশের উপস্থিতিতে জমজমাট মাদক ব্যবসা চলে। এ বিষয়ে আসাদুজ্জামান রিন্টুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানা যায়, তিনি এখন বিদেশে অবস্থান করছেন।

কেরানীগঞ্জের বর্তমান পরিস্থিতি অবশ্য সরকারি দলের নেতা-কর্মীরা দেখেন ভিন্ন দৃষ্টিতে। তেঘরিয়া ইউনিয়নের একাধিকবার নির্বাচিত জনপ্রিয় চেয়ারম্যান মোঃ লুৎফর রহমান মোল্লা বলেন, 'আমার এলাকায় প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজের নতুন ভবন, মসজিদ-মাদ্রাসার উন্নয়ন হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। চাঁদাবাজি ও মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

শুভাড্যা ইউনিয়নের এনজিও কর্মী মর্জিনা বেগম ২০০০কে জানান, কেরানীগঞ্জে প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। তিনি কেরানীগঞ্জের রাজনীতির জন্য প্রচুর সময় দেন, সাধারণ মানুষের কথা শোনেন।

কোন্ডা ইউনিয়নের বিএনপি সমর্থক মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, কেরানীগঞ্জকে সারা দেশে একটি উন্নয়নের মডেল হিসেবে ধরতে পারেন। কিছু সমস্যা রয়েছে যা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিরোধী দল যা বলছে তা সত্য নয়। বিরোধী দল বিরোধিতা করার জন্যই এসব বলছে।

সরকার সমর্থকরা যাই বলুন না কেন, বাস্তবতা যে ভিন্ন তা সর্বজনবিদিত। কেরানীগঞ্জের পুলিশ সন্ত্রাসীদের না ধরে ধরছে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের। পুলিশ প্রশাসনের উদ্দেশ্য সরকারের প্রভাবশালী প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমানকে খুশি করা। এতে কিন্তু আমানের ওপরই দায় বর্তাচ্ছে। বিশেষ করে থানার ওসি'র অতি উৎসাহী ভূমিকা সরকারি দলকে করছে বিতর্কিত।

সরাসরি নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা গত ১৭ মে জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে আমান বাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যক্রম জাতির সামনে তুলে ধরে। এমনটি অবশ্য ভাবার কোনো কারণ নেই যে, সবকিছুই প্রতিমন্ত্রী আমানের মদদে হচ্ছে। অনেক ঘটনা হয়তো তার অগোচরেই ঘটে। এসব বিষয়ে কথা বলার জন্য কয়েকবার আমানউল্লাহ আমানের কার্যালয়ে ও বাসায় গিয়ে এবং টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

'আমি বিরোধী দলের কর্মীদের নির্যাতন করি না'

ওসি মোস্তাফিজুর রহমান
কেরানীগঞ্জ থানা

সাপ্তাহিক ২০০০ : কেরানীগঞ্জের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক অবস্থা এখন কেমন?

মোস্তাফিজুর রহমান : কেরানীগঞ্জের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্যান্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক ভালো। কেরানীগঞ্জ আগের তুলনায় অনেক অপরাধমুক্ত। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, চুরি, ডাকাতি কেরানীগঞ্জ থানা পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

২০০০ : আপনি বললেন সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, কিন্তু এখনো এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।

মোস্তাফিজুর রহমান : একটি থানায় বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটে থাকে।

২০০০ : সরকারদলীয় সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে অগ্রগতি নেই কেন?

মোস্তাফিজুর রহমান : থানায় যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে আমরা তাকেই গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করি। সরকারি দল বা বিরোধী, এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

২০০০ : গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নসরুল হামিদ বিপু ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলন করে কেরানীগঞ্জে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের নির্যাতন এবং হয়রানির জন্য আপনাকে দায়ী করেছে...

মোস্তাফিজুর রহমান : বিষয়টি সত্য নয়। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের স্বপ্রণোদিতভাবে নির্যাতন করার প্রশ্নই ওঠে না। আমি সব বিষয়ে বিরোধী দলের সঙ্গে যোগাযোগ করি।

২০০০ : বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার ও হয়রানির জন্য স্থানীয় সাংসদ কোনো প্রভাব বিস্তার করেন কি না?

মোস্তাফিজুর রহমান : বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের নামে মামলা করার ব্যাপারে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান কোনো প্রভাব বিস্তার করেন না। এখানে বিরোধীরা শান্তিপূর্ণভাবে কার্যক্রম চালায়।

২০০০ : গাঁজা, ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসার বড় ধরনের সিন্ডিকেটের অস্তিত্ব কেরানীগঞ্জে রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আপনি মাদক ব্যবসা কতটুকু নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছেন?

মোস্তাফিজুর রহমান : এক সময় কেরানীগঞ্জে সন্ত্রাসী, মাদক ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য ছিল। আমি এগুলো দূর করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। কেরানীগঞ্জের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। মাদক ব্যবসা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

২০০০ : কেরানীগঞ্জের সব বিরোধী দলের নেতা-কর্মী আপনার অপসারণ চায়। এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

মোস্তাফিজুর রহমান : আমার সঙ্গে বিরোধী দলের সব নেতার যোগাযোগ রয়েছে। কেরানীগঞ্জের সব বিরোধী দলের নেতা-কর্মী আমার অপসারণ চায় বিষয়টি সত্য নয়। বিরোধী দলের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে আমি কেরানীগঞ্জ থানার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।